খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 49 ❑ 20 Feb., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বৈঠকে অনুপস্থিত বিজেপির পাঁচ বিধায়ক

ফের বিজেপি গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে বনগাঁয়

প্রতিনিধি : বনগাঁয় দীর্ঘদিন বাদে ঘটা করে সাংগঠনিক পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক করলেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তার সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল। সোমবার দুপুরে বনগাঁ শহরের বিজেপি কার্যালয়ে ওই বৈঠক হয়। সেখানে বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এই বৈঠক ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। কারণ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির যে পাঁচজন বিধায়ক রয়েছে তাদের কাউকেই এদিনের সভায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি।

দিন কয়েক আগে বিজেপির ওই পাঁচ বিধায়ক একান্তে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন, জেলা সভাপতি পদ থেকে দেবদাস বাবুকে সরিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হবে নেতৃত্বের কাছে। তারপরেই শান্তনু দেবদাসদের বৈঠকে বিধায়কদের অনুপস্থিতিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসারই ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

এদিনের বৈঠকে শান্তনুর মন্তব্যেও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। শান্তনু বৈঠক শেষে বিধায়কদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, বিধায়কদের বলবো, নিজেদের এলাকায় মনসংযোগ দিয়ে কাজ করতে। সংগঠনের বিষয়ে তাদের কাজ না করলেও চলবে। কারণ তাদের তো বিধানসভায় জিততে হবে। জেলা সভাপতি পরিবর্তন নিয়ে শান্তনু বাবু বলেন 'এটা সাংগঠনিক বিষয়, সাংগঠনিক নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবেন। কারো কথায় সংগঠনের পরিবর্তন হয় না।

এদিনের বৈঠকের বিষয়ে কিছু জানতেন না বলে জানিয়েছেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। তিনি বলেন, আমি বিধানসভার অধিবেশনে আছি। বৈঠক সম্পর্কে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্যের বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করবো না। যদিও বিধায়কদের অনুপস্থিতির বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, ফোনে সমস্ত বিধায়কদের জানানো হয়েছিল বৈঠকের বিষয়ে। তারা কেন আসেননি তারাই বলতে পারবেন।

হাসপাতালে সরবরাহ নেই জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন, সমস্যায় আক্রান্তরা

নীরেশ ভৌমিক ঃ কুকুর, বিড়াল, ইদুঁর, বানর, হনুমান ইত্যাদি গৃহপালিত ও বন্য পশুর দংশন থেকে প্রান বাঁচানোর জন্য প্রতিষেধক র‍্যাবিস ভ্যাকসিন (ARV) দেওয়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয় মানু যায়ি প্রতিষেধক চারটে ইনজেকশন না দিলে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত। বর্তমানে বিশেষ করে কুকুর বিড়ালের দংশনে আক্রান্ত হবার ঘটনা ঘটছে যথেষ্ট। আক্রান্ত মানুষজন বাঁচবার জন্য হাসপাতালে আসেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবৎ হাসাপাতালে এই ইনজেকশন এর আকাল দেখা দিয়েছে। ফলে মানুষজনকে ইনজেকশন না পেয়ে দূরান্ত থেকে আসা গ্রামের মানুষগণকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে; নাজেহাল হতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে অনেকে দামি এই ইনজেকশন বাইরের ফার্মেসী থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মানুষজন এই অবস্থায় মহাসমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সময়ে বিশেষ করে কুকুর বা বেড়ালের আঁচড় বা কামড়ের রোগীর সংখ্যাও যথেষ্ট।

চাঁদপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বি এম ও এইচ ডাঃ সুজন গাইন জানালেন, বর্তমানে এই ইনজেকশন (ARV) শুধু আমাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই অমিল নয়, সারা জেলার হাসপাতাল গুলোতেই বেশ কিছুদিন যাবৎ এই ইনজেকশনের সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

দু- তিন মিনিটের ঝড়ের দাপটে লন্ডভন্ড গাইঘাটার কয়েকটি গ্রাম

প্রতিনিধি : বুধবার দুপুরে আচমকা প্রবল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো গাইঘাটার রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকা। কাঁচা বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে গিয়েছে, গাছ উপড়ে পড়েছে। চাষের মাঠেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এদিন ঝড়ের পর গ্রামে যান গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার ,গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি। তারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। বিডিও বলেন, এখনো পর্যন্ত ৩০ থেকে ৩৫ টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো সমীক্ষার কাজ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রিপল দেওয়া হয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে আচমকা ঝড় শুরু হয়। ঝড়ের তাণ্ডব ছিল দু থেকে তিন মিনিট। তাতেই সব লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। ঝড় থামার পরে শুরু হয় বৃষ্টি এবং প্রবল শিলাবৃষ্টি। শিলা বৃষ্টিতেই চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বরফের আঘাতে একজন আহতও হয়েছেন। ঘর চাপা পড়ে আহত হয়েছে আরো একজন। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়েছে আহতদের চিকিৎসা করবার জন্য।

প্রশাসন জানিয়েছে, শসাডাঙা বাওড় থেকে ঝড় শুরু হয়। তারপর ঝড় চলে যায় পিপলি, ঝাউডাঙা, শসাডাঙা, তেঁতুলবেড়িয়া সহ বেশ কিছু জায়গার ওপর দিয়ে। যেখান দিয়ে ওই ঝড় গিয়েছে সেখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তৃতীয় পাতায়...

প্যারা টিচারদের সম্মেলনে গঠিত হল নতুন কমিটি

নীরেশ ভৌমিক : গত ০৫ ফেব্রুয়ারী বুধবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে অনুষ্ঠিত হলো বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস প্যারাটিচার, শিক্ষা কর্মী ও শিক্ষা সহায়ক সমিতির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সভা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাপতি মাননীয় নাজিমুদ্দিন মন্ডল,সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। সহ সভাপতি নিলয় দাস,কার্যকরী সভাপতি বরেন্দ্রনাথ রায়, সাধারণ সম্পাদক(General secretary) শুভঙ্কর মন্ডল, সহ সম্পাদিকা: শংকরী সরকার, কোষাধ্যক্ষ : সুকুমার দেবনাথ, জেলা কমিটির সম্মানীয় সদস্যগণ গৌতম মজুমদার, কৃষ্ণপদ মল্লিক, প্রণব রায়, সুদীপ গাঙ্গুলী, লক্ষী দাস দেবনাথ, রফিকুল ইসলাম, সুব্রত চৌধুরী, এছাড়া স্বরূপনগর বিধানসভার সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, গাইঘাটা বিধানসভার সভাপতি ভজহরি মন্ডল, বনগাঁ উত্তর বিধান সভা সভাপতি পঙ্কজ রায়, বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার সভাপতি নারদ বিশ্বাস ও বিষ্ণুপদ বিশ্বাস। বাগদা বিধানসভার সভাপতি এর নাম ও শিক্ষা বন্ধু এসএসকে, এম এস কে টিচারদের নাম পরে জানাবেন জেলা সভাপতি।

তৃতীয় পাতায়...

পানীয়তে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

প্রতিনিধি : ঠান্ডা পানীয়তে নেশা দ্রব্য মিশিয়ে খাইয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনার ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেইল করে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতর নাম রাজু বিশ্বাস। ওই মহিলা ও অভিযুক্তের একই বাজারে পাশাপাশি দুটি দোকান রয়েছে। দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিনের পরিচয়। গত দুর্গা পূজার সময় মার্কেটে দোতলা ফাঁকা ঘরে অভিযুক্ত নিয়ে যায় মহিলাকে। অভিযোগ, সেখানে তাকে ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে নেশা দ্রব্য মিশিয়ে খাইয়ে ধর্ষণ করে। সেই ভিডিও তুলে রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে লাগাতার ধর্ষণ করতে থাকে। সম্প্রতি ওই মহিলা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। রবিবার গাইঘাটা থানায় অভিযুক্তর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তার চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ

প্রতিনিধি : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ নিয়ে বিয়ের দাবিতে কাউন্সিলর এর বাড়ির সামনে চড়াও হয়ে প্রতিবাদ মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার মিলনপল্লী পার্কিং এলাকায়। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাসের বাড়ির সামনে শনিবার রাতে এবং রবিবার সকাল থেকে দীর্ঘ সময় ওই মহিলাকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। কাউন্সিলরকে ডেকে না পেয়ে তার গেটের সামনে ক্ষোভ জানান মহিলা। পরে অবশ্য পুলিশ এসে রবিবার দুপুরে তাকে সরিয়ে দেয়।

মহিলার অভিযোগ, তার এক সন্ত ান নিয়ে তিনি ভাড়া বাড়িতে রয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে অশান্তির পর কাউন্সিলর চিরঞ্জিত তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দেয়। তার সঙ্গে বারবার সহবাস করে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে বিয়ে করতে

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪৮ ❐ ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

অন্তহীন যানজটে চলাই জীবন- বনগাঁ কথা

বাঙালীর বার মাসে তের পার্বন- বহুল প্রচলিত প্রবাদ। এ পার্বনের যেন শেষ হয় না। বনগাঁর যানজট বাঙালীর পার্বনের সাথে একই লাইনে অবস্থিত। এর যেন শেষ নেই! বনগাঁ মানুষের বর্তমান সময়ের একটাই স্লোগান— অন্তহীন যানজটে চলাই জীবন। সাম্প্রতিক কালে বনগাঁ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সগর্বে জানানো হয়েছে- ট্রাফিক ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে। এটা তো ভাল কথা। যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন, সেটা যদি কমানো যায়, তা তো সমাজের জন্য মঙ্গল। প্রশাসনের দক্ষতা! বনগাঁ শহরের যানজটের কথা বলতে গেলে কয়েকটি মোড়ের কথা বলতেই হয়, বাটামোড়, আমলাপাড়া মোড়, মুস্তফিপাড়া মোড়, রামনগর রোড মোড়, স্টেশন রোড মোড়, ঘড়ি মোড় আর ২নং রেলগেট মোড়। সব মোড় গুলিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিন থাকলেও ২নং রেলগেট মোড়ে কোন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ বনগাঁর বুকে ছয় ছয়টি রাস্তার সংযোগ স্থল এই ২নং রেল গেট। সময়ে সময়ে এখানকার যানজট যেন বড়ই যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। এবার যদি চাকদা রোডের দিকে তাকানো যায়, তাহলে টাউন হল মোড়ে কখনও কখনও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থাকে, আবার কখনও থাকে না। জেলখানা মোড় (সব সময় থাকে), রেটপাড়া মোড়, হাসপাতাল ১নং গেট, হাসপাতাল কালিবাড়ি মোড়, সবই একই অবস্থা। অথচ সবচেয়ে মজার বিষয়, যে প্রশাসনিক কর্তার উপর এসব নিয়ন্ত্রণের ভার, তিনি যখন যে রাস্তায় বের হন, সে রাস্তা তখন শুনসান! ট্রাফিকের নামমাত্র গন্ধ নেই! দুর্ভোগ কেবল মাত্র সাধারণ যাত্রীদের কপালে। হায় রে প্রশাসন! যানজটের অবসান কবে!

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

ধারা : ৪ কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে।

এই ধারাটি দাসত্বের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহন করে।

ধারা : ৫ কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এই ধরনের শাস্তি দেওয়া যাবে না।

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে এই ধারাটি।

ধারা : ৬ আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।

এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির আইনব্যবস্থার দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করে।

ধারা : ৭ আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে এমন কোন বৈষম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার মুখে সমান ভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

এই ধারা আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, এই অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : ৮ শাসনতন্ত্রে বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

এটি অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনী সুরক্ষা প্রদান করে।

ধারা : ৯ কাউকেই খেয়ালখুশীমত গ্রেপ্তার বা অন্তরীণ করা কিংবা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

এই ধারা বেআইনী গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

ধারা : ১০ নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

এটি ন্যায়বিচারের অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : ১১ (১) দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত অধিকারসম্বলিত একটি প্রকাশ্য আদালতে আইনানুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে।

(২) কাউকেই এমন কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ বা ত্রুটি সংঘটনের সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল না। দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সময় যে শাস্তি প্রযোজ্য ছিল, তার চেয়ে গুরুতর শাস্তিও দেওয়া চলবে না।

এটি আইনী প্রক্রিয়ায় সুরক্ষা প্রদান করে।

ধারা : ১২ কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশীমত হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

এই ধারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার পক্ষে অবস্থান গ্রহন করে।

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

মিজোরাম

পর্ব- ৩

অজয় মজুমদার

আমাদের হোটেল মালিক ডলি ম্যাম পরিবারের বড় ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমাদের পরিবার দর্শনের অনুমতি করে দেন। পরিবারের অনেকের সঙ্গে আমরা কথা বলি। ছবি তুলি, ওদের ঘরে গিয়ে বসি, ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও হয়। ডলি ম্যাম দুই প্যাকেট চকলেট কিনে ওদের শিশুদের উপহার পাঠায়। ওরা আমাদের চা পান করিয়ে আপ্যায়িত করে। পরিবারের ব্যবহারে ও আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ।

বাকতাং থেকে আমরা শর্টকাট রুটে রওনা হলাম। ঘন জঙ্গলের পথ। একপাশে গভীর খাদ ও ঘন জঙ্গল, অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় ও কাঁচা রাস্তার মাঝখানে নালার মত গর্তকে মাঝখানে রেখে আমাদের গাড়ি এগোতে লাগলো। বেলা সাড়ে বারোটা। ঠিক আফ্রিকার জঙ্গলের মতই। আমাদেরই রাধা বৌদি বলে উঠলেন— বৃষ্টি হলে গাড়িতো আর চলবে না। তখন আমাদের কী হবে? সবার মাথায় চিন্তা ঢুকে গেল। পাহাড়ি রাস্তা, যখন তখন বৃষ্টি নামে। দূর থেকে দেখলাম একটা বাইসন (Bos gaurus) রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে। কাছে যেতেই এমন এক লাফ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল, আমরা যে খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম! যাই হোক সমস্যা হয়নি। ড্রাইভার অত্যন্ত পারদর্শী মিজো ভাষায় বলতে লাগলো, কোন ভয় নেই। কিছুক্ষণ বাদে পাকা রাস্তা পেলাম। ঝেপে বৃষ্টি এলো। এই বৃষ্টি যদি কিছুক্ষণ আগে হতো তাহলে আমরা জঙ্গলে আটকে পড়তাম। যাই হোক, বৃষ্টির মধ্যেই আমরা মুইথাং হিলস পৌঁছালাম। আমাদের কাছেই

লাঞ্চের প্যাকেট ছিলো। প্যাকেট গুলো নিয়ে আমরা খেতে শুরু করলাম। আকাশে রামধনু উঠেছে। পাহাড়ের অন্য প্রান্তে রংবে-রঙের চূড়া দাঁড়িয়ে আছে। এই অপরূপ দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করল। মুইথাং হিলস , মাউন্ট হারমোন ভিউ পয়েন্ট- এখান থেকে পাহাড়ের পিক গুলি খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। পাহাড়ের তিন-চারটি রং দেখা যায়। সবুজে সবুজ ? এ এক মনোরম দৃশ্য! মিজোরাম জুড়ে আরো অনেক ভিউ পয়েন্ট রয়েছে। মুইথাং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এবার আমরা এলাম ট্রপিক অফ ক্যান্সার। এটি সূর্যের প্রত্যক্ষ রশ্মির উত্তরতম অবস্থান চিহ্নিত করে একটি কাল্পনিক রেখা, আটটি ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। এটি আকর্ষণীয় ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক ট্যাপেস্ট্রি তৈরি করে। গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম জুড়ে প্রসারিত। এই উল্লেখযোগ্য অক্ষাংশ রেখাটি কেবল ভারতীয় উপমহাদেশকে বিভক্ত করে না। বরং বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপ, জলবায়ু এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমেও বহন করে। এটি মিজোরামের লংসাই অঞ্চলে অবস্থিত।

চাম্পাই কলেজ, ভূগোল বিভাগ,

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

দুজন একসঙ্গে স্কুলে যেতেই পারি! এক পরিবারভুক্ত না হলেও, ওদের সঙ্গে আত্মীয়তার একটা সম্পর্ক আছেই। কথাটা মনে করে মনটাকে শান্ত করলাম।

মিনিট পনেরোর মধ্যে নির্মল চলে আসল। বলল চল, " মাঠে বড়রা ফুটবল খেলছে, দেখি।"

এ ব্যাপারটা যেন আমার কপালে লেখাই আছে, যেখানেই যাব, শুধু দেখে যাও! অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করোনা! নির্মল গ্রামের ছেলে হলেও এই খেলায় চান্স পায় না। শারীরিক গঠনের দিক থেকে খুব জোরদার তা আমি বলবো না। আমার থেকে আঙ্গুল চারেকের লম্বা। শরীরটা আরেকটু হ্যাংলা মতো। একটু বেশি লম্বা বলে হয়তো ঐরকম রোগাটে দেখা যায়। খেলা দেখার ইচ্ছাই যখন নেই তখন আর ওকে বলতে কী! বলেই ফেললাম, "না রে আমি ওখনে খেলা দেখতে যাবনা। এত হুড়োহুড়ি আমি সহ্য করতে পারবো না।"

" হুড়ো-হুড়ি কোথায় রে, তুই তো আর ফুটবল খেলছিস না।"

" ওটাই তো আমার কথা। বলবানরা দাপাদাপি করবে, আমরা দেখে যাব। সেটাই বা সব সময় মেনে নিতে হবে কেন! আমাদের ছোটদেরও তো খেলার ইচ্ছা হয়।"

নির্মল বলল, "তোর এই প্রতিবাদী কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। ঠিক আছে। তাহলে চল আমরা বাওড় ধারে মাছ ধরা দেখি। বিকেলবেলা অনেকেই ছিপে মাছ ধরে।"

"ঠিক আছে " বলে দুজনে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করলাম। ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হবে। কল্পনা আমাদের দেখতে পেয়েছে। দেখেই হাঁক জুড়েছে, "এই ছোড়দা, দিলীপদাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আয়। উনি এসেছেন তবুও একটু দেখা করে যাননি। না আসতে চাইলে, জোর করেই নিয়ে আয়। মা দেখতে চেয়েছে।"

নির্মল দেখলো, সত্যিই তো! ওর একা আসার সুযোগ হয়নি। কালকে রাত্রে এসে আজকে নানান কাজে ব্যস্ত ছিল । এর মধ্যে কখনই বা আমাদের বাড়িতে দেখা করতে আসবে! এসব চিন্তা করে নির্মল বলল, " চল আজকে বাড়িতেই বসি।"

আমি নিরুত্তাপ। ওর সাথে ওদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সামনেই ছিল নির্মলের মা। বড়দি ওনাকে মেজদি বলে ডাকেন। এ বাড়ির মেজ বউ, তাই মেজদি। আর তপনের মাকে বড়দি বলে ডাকে। আমি ওনাদের মেজদি, বড়দি কিছুই এখনও পর্যন্ত বলিনি। মনে এসে গেল, আমিও কী মেজদি বলব? তাইবা দরকার কী! প্রয়োজনে আপনি আপনি করে চালিয়ে দিলেই হবে।

উঠোনে ঢুকে প্রণামটা করলাম। উনি আমার থুতনি টা একটু নাড়িয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কবে এসেছ?" আমি আর উত্তর দেবো কি! জিজ্ঞাসা করাও সারা, সাথে সাথে ফর ফর করে কল্পনার উত্তর দেওয়াও সারা। শুধু ওই উত্তর টুকু না। কেন এসেছি। আজকে কী কী হয়েছে সবটাই বলে দিয়েছি। সেইসাথে বলেছে, "জানো কাকি, কাল থেকে ও আমার সাথেই স্কুলে যাবে। যেহেতু আমার ক্লাসে ভর্তি হয়েছে।"

উনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন , " তুই কার সাথে স্কুলে যাস?"

এইবার কল্পনা দাঁতে জিভ কেটে বলল, " তুমি গোপন ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে মেজো কাকি। কালকে যেই বলেছি আমার সঙ্গে তুমি স্কুলে যাবে, ওরা আমাদের ক্লাসে ঢুকবে না। ওদের সাথে আমরা যাব কেন! অথচ তোমরা যে আমাকে দাদাদের সাথে ছাড়া যেতে দাও না, সেটা ও বুঝবে কী করে! তাই তখন থেকে থোম মেরে আছে। "

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বাঁওড়ের পথে পা বাড়ালাম।

খুব উঁচু পাড়। অনেকটা খাড়া, নিচে নেমে গিয়েছে। অন্তত ১০-১৫ হাত উঁচু। বাঁওড়ের এদিকটাতে বিশ্বাস পাড়ার পরে কিছুটা অংশ জঙ্গল। জঙ্গল বলতে বাঁশঝাড়, আর নানা রকম গুল্ম জাতীয় গাছে ভর্তি। আঁশশ্যওড়া গাছের ঝোপ বেশি।

চলবে...

নাবিক নাট্যমের ভরত মুনির স্মরণানুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সংস্কার ভারতীর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে ও নাটকের শহর গোবরডাঙার নাবিক নাট্যম এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল নাট্য শাস্ত্র প্রনেতা ভরত মুনির স্মরণ অনুষ্ঠান। নাবিক নাট্যমের মহলা কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংস্কার ভারতীর জেলা সম্পাদিকা সুপ্রীতি নাথ সুতার সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও অনিমা মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ শর্মিষ্ঠা সাধুখাঁ, অজয় দাস, শুভাশিস রায় চৌধুরী প্রমুখ।

উপস্থিত সকলের কণ্ঠে ভাব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দীপ মন্ত্রের মাধ্যমে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাবিক নাট্যমের সভাপতি শ্রাবনী সাহা, নাট্যগুরু জীবন অধিকারী, সম্পাদিকা রাখী বিশ্বাস ও নাবিক নাট্যমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রদীপ কুমার সাহা প্রমুখ। উপস্থিত সকলে ভরত মুনির প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা সুপ্রীতি নাথ, সদস্য সোমা মজুমদার ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের উপর একটি প্রতিবেদন পাঠ করেন। ভরত মুনির জীবন ও কর্মের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী, নাবিক নাট্যম এর শিল্পীগণ বিভিন্ন নাটকের গান পরিবেশন করেন। শাস্ত্রীয় নৃত্য শিল্পী চিন্ময় পাল পরিবেশিত নৃত্য শৈলী উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। নাবিক নাট্যমের সদস্য অশোক বিশ্বাস ও সুব্রত কর্মকারের পরিচালনায় এদিনের ভরতমুনির স্মরণ অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

রেবতি প্রয়াত

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার বাসিন্দা বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী ও স্থানীয় মিলন সংঘ ক্লাবের সভাপতি রেবতী রঞ্জন বিশ্বাস (৭২) গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসর প্রাপ্ত কর্মী রেবতী বাবু খেলাধূলা সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে সর্বদাই নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এলেকার মানুষের সাথে তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক।

সম্প্রতি তিনি পা ও হাঁটুর ব্যথায় ভুগছিলেন, গত সোমবার তিনি হাঁটুর অপারেশনের জন্য বনগাঁর একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্ত্তি হন। অপারেশনের পর রাতে সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন সকালে রেবতীবাবুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চাঁদপাড়া এলেকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বনগাঁ খয়রামারি শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

চোরা পথে ভারতে এসে ফের বাংলাদেশে ফেরার সময় দুই বাংলাদেশি ধৃত

প্রতিনিধি : চোরাপথে ভারতে এসে ভিন্ন রাজ্যে কাজ করছিল দুই বাংলাদেশী। ফের ভারত থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে সীমান্ত এলাকায় হাতেনাতে ধরে ফেলল বিএসএফ।

পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বিলাল সেখ ও সোহেল রানা ওবাড়ি বাংলাদেশের যশোর জেলায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাইঘাটা থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের আংরাইল এলাকা থেকে তাদের আটক করে।

জেরায় ধৃতরা জানায়, তারা বাংলাদেশী। চোরাপথে ভারতে এসে ভারতের একাধিক রাজ্যে কাজ করছিল। ধৃতদের বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারত রঙ্গ মহোৎসবে রবীন্দ্র নাট্যের নাটক ভরত মুনি কথা

প্রতিনিধি ঃ নাট্যশাস্ত্রের জনক ভরত মুনির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার আমন্ত্রনে আয়োজিত ভারত রঙ্গ মহোৎসবের বিশ্বজনরঙ্গ মহোৎসবে 'নাটক ভরত মুনি কথা' মঞ্চস্থ করে গোবরডাঙার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সংস্থার কর্নধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

প্রাচীন ভারতে ভরত মুনি কিভাবে নাট্য শাস্ত্র রচনা করেন এবং নাট্য শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন তা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন নাট্যপরিচালক বিশ্বনাথ বাবু। ভরত মুনি কথা নাটকে অভিনয় করেন অনিক রায়, ঋক ব্যানার্জী, দেবব্রত মজুমদার, বিশ্ববন্ধু চৌধুরী, সাগ্নিক বিশ্বাস, পবিত্র সরকার, দেবযানী মিস্ত্রী, অঞ্জলি মৃধা ও শিশু শিল্পী আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ। নাটকটির আবহ সংগীতে ঋতুপর্ণা মুখার্জী প্রশংসার দাবি রাখে।

শতকমল মাইম সোসাইটির মূকাভিনয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রতিনিধি ঃ হাবড়ার হাটথুবা আদর্শ বিদ্যাপীঠে সম্প্রতি এক মূকাভিনয় কর্মশালা সংগঠিত করে মছলন্দপুর নকপুলের শতকমল মাইম সোসাইটি সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনয় শিল্পী ও শিক্ষক কমল মণ্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেয়।

কর্মশালায় প্রস্তুত মূক নাটকটি বিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীগণ পরিবেশন করে। প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পূর্তি অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ কমল মণ্ডল নির্দেশিত মজার অথচ শিক্ষামূলক নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

ইমন মাইমের নাটক অমৃত মন্থনের প্রাক্‌কথন

সঞ্জিত সাহা ঃ ভরত মুনির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ নাট্য সন্ধ্যার আয়োজন করে মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টারের সদস্যগণ।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সংস্থার নবনির্মিত পদাতিক মঞ্চে পরিবেশিত ইমন মাইমের সাম্প্রতিক প্রয়োজনা 'অমৃত মন্থনের প্রাক্‌কথন'। নাটকে আবহ সংগীত পরিবেশনে ছিলেন অন্যতম কুশীলব জয়ন্ত সাহা। অভিনয়ে অংশ গ্রহন করেন অনুপ মল্লিক, বিষ্ণু রায়, সীমা মাহেলী ও সৃজা হাওলাদার প্রমুখ ১৯ জন অভিনেতা।

প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশে ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র রচনা এবং প্রথম নাট্য নির্মানের কাহিনী উঠে আসে এই নাটিকায়, এছাড়া ভরত মুনি ও তাঁর নাট্য শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন ধীরাজ হাওলাদার ও জয়ন্ত সাহা। অনুপ মল্লিক, পায়েল দে সহ উপস্থিত সকলেই ভরত মুনির প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান।

সংস্থার প্রাণ পুরুষ ধীরাজ হাওলাদার জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল অফ ড্রামা আয়োজিত আসন্ন ভারত রঙ্গ মহোৎসবের মাধ্যমে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার জন্য বিশ্ব জন রঙ্গ নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহনের আমন্ত্রন পেয়েছেন। ভরতবর্ষের সবচেয়ে বড় আন্তর্জার্তিক নাট্যোৎসবে নাটকটি মঞ্চস্থ করার আহ্বান পেয়ে স্বভাবতই খুশি ইমন মাইম সেন্টারের সকল নাট্যাভিনেতা সহ কুশীলবগণ।

সহবাসের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

চাইলে অস্বীকার করে তাকে গালিগালাজ করে। অভিযোগ কাউন্সিলর ফোনে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়। সেই ঘটনার বিচার চেয়ে বিয়ের দাবি নিয়ে শনিবার রাতে এবং রবিবার সকালে কাউন্সিলর এর বাড়ির সামনে হাজির হয় ওই মহিলা। মহিলার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে এলাকার বহু মানুষ জড়ো হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বনগাঁ থানার পুলিশ। মহিলাকে কাউন্সিলের বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস সমস্ত অভিযোগ করে অস্বীকার বলেন, 'ওই মহিলা বিবাহিত। উনার স্বামী পরিচিত। পারিবারিক অশান্তিতে ওনাদের পাশে ছিলাম। এখন ব্লাকমেইল করার চেষ্টা করছে। তিনি থানায় অভিযোগ করবেন। জোর করে আমাদের বাড়িতে আসার চেষ্টা করছে। বিবাহিত মহিলার এখনো ডিভোর্স হয়নি।

বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, ওই কাউন্সিলর এর মাথায় তৃণমূলের বড় নেতাদের হাত রয়েছে। সে কারণে একটার পর এক অপরাধ করছে। পুলিশ কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করছে না। মহিলার সঙ্গে সহবাস করছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না। এ বিষয়ে চিরঞ্জিত বলেন, তিনি নির্দলের কাউন্সিলর। বিজেপি নেতা তাকে তৃণমূলের সঙ্গে জড়িয়ে চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বিজেপি নেতাই ওই মহিলাকে দিয়ে চক্রান্ত করাচ্ছে।

ঝড়ের দাপটে লন্ডভন্ড

প্রথমপাতার পর...

প্রশাসনের কর্তারা মনে করছেন, ঝড়ের তীব্রতা যতটা ছিল তাতে এটি টর্নেডো হলেও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তম সাহার। তার স্ত্রী বলেন, ঘরের মধ্যেই ছিলাম। হঠাৎ ঝড় শুরু হয়। কাঁচা বাড়ি, ভেবেছিলাম অন্য কোথাও কী আশ্রয় নেব? কিন্তু সেই সুযোগও পাইনি। আচমকা ডাল ভেঙে পড়ল ঘরের উপর। ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে গিয়ে বহু মানুষের রাত্রে থাকার জায়গাটুকু আর নেই। ঘরের জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, আপাতত ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের খাবারেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্যারা টিচারদের সম্মেলনে গঠিত হল নতুন কমিটি

প্রথমপাতার পর...

এ দিন এর সভায় প্যারাটিচারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। নতুন জেলা কমিটির সভাপতিকে সভায় বরণ করেন সকলে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাছে প্যারা টিচারদের বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেন সভা থেকে মাননীয় জেলা সভাপতি নাজিমুদ্দিন মন্ডল মহাশয়। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে সভা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য মাননীয় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় সম্মানীয় সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস মহাশয়কে ধন্যবাদ জানান প্যারাটিচার

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

দিল্লী জয়ে বিজয় মিছিল বিজেপি'র

নীরেশ ভৌমিক ঃ দিল্লী বিধান সভায় ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়ে উৎফুল্ল সারা দেশের বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকগণ। গণনা শেষ হতে না হতেই বিজেপীকর্মী সমর্থকগণ আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। বাজি পটকা ফাটানো, লাড্ডু বিলি এবং একে অপরকে গেরুয়া আবিরে রাঙিয়ে দেন। তাসা পার্টি ও ব্যান্ডের বাজনার তালে নাচানাচি চলতে থাকে।

রাজধানী দিল্লী জয়ে বনগাঁ দক্ষিণ বিধান সভা কেন্দ্রের নেতা কর্মী ও সমর্থকগণও আনন্দে উৎসবে মেতে ওঠেন। পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে চাঁদপাড়া-ঢাকুরিয়া ও দীঘা সুকান্তপল্লীর দলীয় কর্মী-সমর্থকগণ ও দলনেতা প্রণব সরকার ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুব্রত বৈদ্যের নেতৃত্বে মাইক ও বাজনারে সাথে সাথে এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা, প্রধান মন্ত্রী মোদীজির নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা গঠনের শপথ গ্রহন করেন।

২য় বর্ষ

গণদর্পণ নাট্যোৎসব ও বই মেলা ২০২৫

চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

গণদর্পণ

নাট্য সংস্থা • স্থাপিত ঃ- 2022

পরিঃ- গণদর্পণ নাট্য সংস্থা

স্থান ঃ চৌগাছা মডেল একাডেমী হাইস্কুল মাঠ, বৈকারা হাইস্কুলপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

সুধী,

শিল্পই হচ্ছে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আজ শিল্পী ও শিল্পের সেই চিরাচরিত ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে আমাদের স্বপ্নের গণদর্পণ এগিয়ে চলেছে। এবছরও গণ দর্পণ নাট্যোৎসব ও বই মেলা ২০২৫ এর আয়োজনে আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ ২০২৫, ধারাবাহিক ভাবে সংস্কৃতিক আন্দোলনে। অপসংস্কৃতি হইতে সমাজকে মুক্ত করতে, বৃহত্তর এলাকার সাংস্কৃতিক প্রতিভার খোঁজে আমরা একান্নবর্ত্তী।

এই শিল্প মহাযজ্ঞে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ও উজ্জ্বলময় উপস্থিতির অপেক্ষায় আমরা .....

সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

'গণদর্পণ নাট্যসংস্থা'

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি প্রাথমিক বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫

নীরেশ ভৌমিক: বিগত বছর গুলির মত এবারও গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

এদিন সকালে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে বিদ্যালয়ের ৩৭ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বর্ষিয়ান শিক্ষিকা মিনতী রায় ও সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি শান্তি পদ বিশ্বাসের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, শিক্ষানুরাগি শুকদেব সাহা প্রমুখ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্টজনদের ব্যাচ ও পুষ্পস্তবকে বরণ করেন শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্যে লেখাপড়ার সাথে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে "ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা" সংগীতের সাথে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। কুচকাওয়াজ ও প্যারেড প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীগণ। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ঋষভ সাহার শপথ বাক্য পাঠ এবং সভাপতি শ্রী বিশ্বাসের অনুমতিক্রমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বাঁশি বাজিয়ে ছাত্রদের দৌড় প্রতিযোগিতা সূচনা করেন চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস।

ক্রীড়া শিক্ষক সন্তু চক্রবর্তী, অলক দাস ও প্রবীণ শিক্ষক শতদল দেব সহ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের আন্তরিক উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় পড়ুয়ারা দৌড়, কক ফাইট, রাজা রানী এবং শিশুদের বিস্কুট দৌড় ইত্যাদি ২৪টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সবশেষে সকলের জন্য 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতা বহু প্রতিযোগীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমবেত অভিভাবক'গণের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

চাঁদপাড়ায় অনুষ্ঠিত সারা বাংলা যোগ প্রতিযোগিতা

প্রতিনিধি ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সারাদিন ব্যাপী এক যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চাঁদপাড়ার বিবেকানন্দ যোগা একাডেমী।

এদিন সকালে চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের আনন্দধারা মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বর্ষিয়ান সংগীত শিক্ষিকা শোভা নন্দী। উপস্থিত ছিলেন, যোগ প্রশিক্ষক প্রসূন গাইন, প্রদীপ বিশ্বাস, তিমির বরন দে, প্রদোষ কুমার দেব, তপন কুমার বল, ফণীভূষন মজুমদার, নির্মল পাল, সোমা বোস প্রমুখ। সংস্থার অন্যতম কর্ণধার প্রধান শিক্ষক মনতোষ মজুমদার ও আকাডেমীর যোগ শিক্ষিকা শুভ্রা মজুমদার সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। একাডেমীর সদস্য যোগ প্রশিক্ষনার্থীগণ সকলকে ব্যাজ ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে যোগাসনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। নিয়মিত যোগাসন করলে দেহ ও মন সুস্থ্য থাকে বলে জানান। সেই সঙ্গে যোগের চর্চা ও প্রসারে বিবেকানন্দ যোগা একাডেমীর এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শোভা নন্দী ও সহ কর্মীগণের কণ্ঠে বিবেকানন্দ সংগীত এর মধ্য দিয়ে আয়োজিত যোগাসন প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। স্বামীজির প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করে শিক্ষিকা শুভ্রা মজুমদার। বিশিষ্ট যোগা সংগঠক নীলাদ্রি মুখার্জী ও যোগ শিক্ষিকা শুভ্রা দেবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে ছোট ও বড় যোগ শিক্ষার্থী এদিনের যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন। শুরুতে বিশিষ্ট যোগা শিক্ষার্থী সৌরাশিস দাস,ঈশাকুমারী সাউ এর দর্শনীয় যোগা ড্যান্সের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বহু বিশিষ্টজন সহ অসংখ্য যোগা শিক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বিবেকানন্দ যোগা একাডেমী আয়োজিত এদিনের যোগাসন প্রতিযোগিতা এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কৃতি শিক্ষার্থী ও গুনীজন সংবর্ধনা

প্রতিনিধি ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার অমর একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন কমিটি।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া বাস স্ট্যান্ড পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করেন পদ্মশ্রী গোকুল চন্দ্র দাস। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী বাবুনি মজুমদার। ভাষা শহীদদের স্মরণ করে স্বাগত ভাষণ দেন উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক কপিল ঘোষ।

উদ্যোক্তারা এদিন সদ্য পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত স্বনামধন্য ঢাকি গোকুল চন্দ্র দাস ছাড়াও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক অমিত দাশগুপ্ত, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বর্ষিয়ান সমাজকর্মী অমলেন্দু রায়, শিক্ষক দীপক মিত্র, শিক্ষিকা স্মৃতি লেখা গোলদার ও বিশিষ্ট কবি মুকুল কৃষ্ণ ঢালি প্রমুখ গুনীজনদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সংগঠনের সভাপতি অশোক সাহা। ভাষা শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন অধ্যাপক অমিত দাশগুপ্ত। উদ্যোক্তরা অন্যান্য বছরের মতো এবারও মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণকে সংবর্ধনা, পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দুস্থ পড়ুয়াগণকে খাতা ও পেন প্রদান করা হয়। মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের স্মরণে অমিতাংশু সাহার দেশাত্মবোধক সংগীত ও শ্রীপর্ণা মিত্রের গাওয়া লোকগান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অন্যতম সংগঠক কপিল ঘোষ জানান, ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের সকালে ভাষা শহীদ স্মৃতি বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও ভাষা প্রেমী মানুষজনের বর্ণাঢ্য ভাষা মিছিল শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

আমাদের NPC Optical- এ ১ থেকে
২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Salesman প্রয়োজন।

অভিজ্ঞ জোতিষিরা যোগাযোগ করুন।

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**